আলমডাঙ্গায় ক্যাবলের তার চুরি সিন্ডিকেটের দুই সদস্য আটক

আলমডাঙ্গা শহরে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কের নাম হয়ে ওঠা একটি চোর সিন্ডিকেটের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। বিশেষ অভিযানে শহরের আলোচিত চোর চক্রের সদস্য বিশ্বজিৎ অধিকারী ও সঞ্জয় কুমারকে আটক করা হয়।

গত শনিবার গভীর রাতে আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলো—পৌর এলাকার ক্যানেলপাড়ার প্রেমনন্দ অধিকারীর ছেলে বিশ্বজিৎ অধিকারী (২৪) এবং মাদ্রাসাপাড়ার শ্রী গনেশ কুমারের ছেলে সঞ্জয় কুমার (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারা দুজনই শহরের চিহ্নিত চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধভাবে শহরের বাসাবাড়ি, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা ও জানালা ভেঙে, টিন কেটে দুঃসাহসিক চুরি চালিয়ে আসছিল। তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একাধিক চুরি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বিশ্বজিৎ অধিকারীর বিরুদ্ধে ৭টি এবং সঞ্জয় কুমারের বিরুদ্ধে ৮টি চুরি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। এর আগেও তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাঈলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে তাদের আটক করে থানায় নেওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা পৌর এলাকার আরও কয়েকজন চোর ও চোর সিন্ডিকেট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চোর সিন্ডিকেটের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ। প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিস্তার ঘটছে মরণ এই নেশার।

অপার সম্ভাবনাময় আলমডাঙ্গার যুব সমাজ আজ যেন নীরবে মুর্তিতে পরিণত হচ্ছে মাদকের এক ভয়ংকর অভয়ারণ্যে। মরণনেশার ছোবলে প্রতিদিনই দিকভ্রান্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। স্কুল–কলেজপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মক্ষম যুবক—কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে। পরিবার ভাঙছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেখার যেন কেউ নেই।

মাকড়সার জালের মতো সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে মাদক। মাঝেমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চোখে পড়লেও তা অনেকটা দেখানো কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ—এমনটাই অভিযোগ সচেতন নাগরিকদের। পাশাপাশি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আটক হলেও বড় বড় মাদক ব্যবসায়িরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

এছাড়াও অধিকাংশ মাদক মামলাই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে সাক্ষীর অভাবে। আবার যেসব ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায়, তারা নিরাপত্তাহীনতা, হুমকি ও প্রভাবশালী মহলের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। ফলে গ্রেপ্তার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে বেরিয়ে আসে মাদক কারবারিরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রহস্যজনক নীরবতা এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় অনীহা। এসব কারণে বারবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ও টেকসই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্যে বিক্রি, প্রকাশ্যেই সেবন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার স্টেশন মোড় ও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড বর্তমানে মাদক বিক্রির অন্যতম প্রধান হটস্পট হিসেবে পরিচিত। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে মরণনেশা উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

এছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত মাদক কেনাবেচা ও সেবনের অভিযোগ রয়েছে—উপজেলা নতুন ভবন এলাকা, পৌরসভার সামনে স্টেডিয়ামের ওপর,

থানাপাড়া পুকুরপাড়, রেলস্টেশনের ওপর ও ঢালে, লালব্রিজ সংলগ্ন কালভার্টের ওপর এবং ফকট এলাকায়। দিনের আলো কিংবা গভীর রাত—সময় যেন কোনো বাধা নয় মাদক কারবারিদের জন্য।

মাদকের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ জানিয়ে আলমডাঙ্গা শাখার মাদক ও নিরাময় বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন— “মাদক আজ আলমডাঙ্গার জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয়। তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি এখনই শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে না তুলি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করি, তাহলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, সাক্ষী সুরক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অভিযান, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম ছাড়া মাদক নির্মূল সম্ভব নয়। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে আলমডাঙ্গার তরুণ সমাজ শুধু মাদকাসক্তই নয়—একটি হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মে পরিণত হবে। সময় এসেছে দায় এড়ানোর নয়, সময় এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার। সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

আলমডাঙ্গায় আনন্দধাম রোডে ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌর শহরের আনন্দধাম এলাকায় সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সঠিকভাবে কাজ বাস্তবায়নের দাবিতে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

মানববন্ধনে আনন্দধাম নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সহ-সভাপতি মো. বাবলু মাস্টার, সোহরাব উদ্দিন, রেজাউল মাস্টার, আবুল কাশেম, বিপ্লব, রাসেল, শান্ত, শহিদ মোল্লা, সোহাগ, মাহাবুল মাস্টার, জাহিদ

হাসান শুভ, রবিউল ইসলাম, মাহাবুল হক, আব্দুস সালাম ও মো. ওয়ালিদসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ: ড্রেন নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের ইটসহ মানহীন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করছে। কাজ শুরুর সময় এসব নিম্নমানের ইট সড়কের পাশে স্তূপ করে রাখা হলে স্থানীয়রা তা অপসারণের দাবি জানান। তবে ঠিকাদারি কর্তৃপক্ষ সেই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। বরং তারা নির্ধারিত নকশা ও পরিমাপ উপেক্ষা করে ইচ্ছামতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রকল্প অনুযায়ী ড্রেনের উচ্চতা ৯ ইঞ্চি নির্ধারিত থাকলেও কোথাও কোথাও ১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু করে ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে সড়কের পাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াতে মারাত্মক ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির বিষয়টি স্পষ্ট। এ নিয়ে একাধিকবার পৌর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মানববন্ধন থেকে দ্রুত তদন্ত করে অনিয়ম বন্ধ, মানসম্মত সামগ্রী দিয়ে ড্রেন নির্মাণ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলার তিন আসামি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের বগাদি গ্রামের মৃত জব্বার আলী বিশ্বাসের ছেলে সাজিবুর রহমান (৭২)।

তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। বাড়াদি ইউনিয়নের

অনুপনগর গ্রামের মৃত মরজেম হোসেনের ছেলে শরীয়ত আলী (৫৫)। তিনি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। এছাড়া ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামের মৃত বদর উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে ওয়াদুদ আলী (৫০)। তিনি ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল জানান, খাদিমপুর ইউনিয়নে বিএনপির পদযাত্রায় হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় এই তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চায়নাবার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় ১৬ দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘চায়নাবার ফুটবল টুর্নামেন্টের’ জমকালো ফাইনাল ম্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। আলমডাঙ্গা ফুটবল একাডেমির আয়োজনে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় আলমডাঙ্গা পাইলট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (এটিএম) মাঠে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ে কোনো গোল না হওয়ায় ম্যাচটি ট্রাইবেকারে গড়ায়। ট্রাইবেকারে লাভ স্টার একাদশকে ২-১ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফ্রেন্ডস ক্লাব আলমডাঙ্গা।

সাবেক ফুটবলার খোন্দকার আমিনুল ইসলাম বাবলুর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন। এছাড়াও স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক ফুটবলাররা উপস্থিত ছিলেন।

পুরো খেলাটি সঞ্চালনা করেন মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল। ম্যাচে প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করেন আলমডাঙ্গা ফুটবল একাডেমির পরিচালক সোহাগ আলী। সহকারী রেফারি হিসেবে ছিলেন প্রমিলা ফুটবলার উর্মি ও কাজলি।

খেলা শেষে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের

হাতে ট্রফি তুলে দেন। আয়োজকরা জানান, নিয়মিত এমন টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণদের খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরি করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

ওসমান হাদীর মৃত্যুতে আলমডাঙ্গায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল

আলমডাঙ্গায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদ ও খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ ও শোক মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গার আলিফ উদ্দিন মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের ‘৭১ স্তম্ভ মোড়’ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় আলিফ উদ্দিন মোড়ে এসে সমবেত হয়। এ সময় পুরো এলাকা শোক ও প্রতিবাদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিক্ষোভ ও শোক মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক রাকিব মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা কামরুল হাসান কাজল, আরাফাত রহমান, তাওহিদ খান ও শাকিব মাহমুদ।

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য দেন এবি পার্টির মুসাব ইবনে শাফায়েত, এনসিপির সালেহীন কাউনাইন (সামাউন) এবং গণঅধিকার পরিষদের খন্দকার মাশুক।

সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ওসমান হাদীর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

আলমডাঙ্গার জেহালায় সাবেক যুবলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক এক নেতাকে আটক করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে মো. সোহেল তিতুমীর (৪৫) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার ৭ নম্বর জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সোহেল তিতুমীর জেহালা বাবুপাড়া গ্রামের মো. সুজা উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

আলমডাঙ্গায় বিজয় মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের বিজয়মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় হস্তশিল্প, দেশীয় পোশাক, খাবারসহ বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজানো হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করাই ছিল

এই মেলার মূল লক্ষ্য।

মেলার সমাপনী দিনে ২৫ জন নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটার দিকে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলমডাঙ্গা বৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থার সভাপতি সাঈদ এম হিরণ, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত রহমান, নারী উদ্যোক্তা হেলেন আক্তার কামনা ও নারী উদ্যোক্তা সালমা পারভীন।

মেলায় উদ্যোক্তা সদস্যরা ২৫টি স্টলে তাদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। স্টলগুলোতে নারীদের হাতের তৈরি শাড়ি, থ্রি-পিস, বুটিকের কাজ, পিঠা-পুলি, ব্যাগ, পাপোশ, বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের পোশাক, নানা প্রকার আচার এবং উন্নতমানের হাতের তৈরি খাবার প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নারীরা অবহেলিত নয়; তারা ঘরে বসেই বিভিন্ন প্রসাধনী ও খাবার তৈরি করে তা নানা উপায়ে বিক্রি করছেন। এর মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। মেলায় নারীদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে এই বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে মূলত তাদের উৎসাহিত করার জন্য। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের আয়োজন করার ইচ্ছা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় বিজয়ের দিনে হারিয়ে গেল তুষারের হাসি

আলমডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবসে উৎসবের রঙে রঙিন উপজেলা মাঠ। চারপাশে পতাকা, গান, উল্লাস। সবাই বিজয়ের আনন্দে মেতেছে। ঠিক সেই আনন্দের ভিড়েই হারিয়ে গেল ১০ বছরের তুষার আহম্মেদের সবটুকু হাসি।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের রোকন উদ্দিনের ১০বছরের সন্তুান তুষার আহম্মেদ। আলমডাঙ্গা ব্রাইট মডেল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে উপজেলা মাঠে সাইকেল চড়ে অনুষ্ঠানে দেশপ্রেমের আবেগে অংশ নিতে এসেছিল । নিজের প্রিয় সাইকেলটাই ছিল তার স্কুলে যাওয়ার একমাত্র ভরসা—বলা যায় স্কুলে যাওয়া-আসার একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু উৎসব শেষে ফিরে তাকিয়ে দেখে, সাইকেল আর নেই।

চোখের জল ধরে রাখতে পারে না তুষার। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, “আগামীকাল স্কুলে যাব কী করে?”

এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই কারও কাছে।

আরও ভয় গ্রাস করেছে ছোট্ট বুকটাতে। বাসায় যেতে ভয় পাচ্ছে সে—মায়ের বকা, বাবার রাগ, সেই আশঙ্কাই তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বিজয়ের দিনে যেখানে উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা, সেখানে এক শিশুর মনে বন্দী হয়ে গেছে ভয় আর অসহায়ত্ব।

তুষারের হাতে কোনো পতাকা নেই, নেই কোনো আনন্দ। শুধু চোখভরা জল আর বুকভরা প্রশ্ন— বিজয়ের এই দিনে, তুষারের হারানো সাইকেলটা কি কেউ ফিরিয়ে দেবে? ফিরে পাবে কি সে তার স্কুলে যাওয়ার স্বপ্নটুকু?

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার বলেন, বাচ্চাটি কান্নাকাটি করতে করতে আমার কাছে এসেছিল। আমি ওসি সাহেবকে বলে দিয়েছি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।

এ বিষয়ে মানবাধিকার কর্মী খায়রুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়া। সে হিসাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট না থাকায় এমন চুরি হয়েছে। এই দায় প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে

না।

সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম বলেন, এই হৃদয় বিদারক ঘটনার দায় এই সমাজ, রাষ্ট্রের। প্রশাসনের আরও কঠোর ভূমিকা পালন করার জন্য আহব্বান জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উৎযাপন

আলমডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচীর শুভ সুচনা করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে সরকারী ও বেসরকারী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯টায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজারে পুস্পমাল্য অর্পন শেষে আলমডাঙ্গা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজারে, ফাতেহা পাঠ ও মুনাজাত করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার, বীরমুক্তি যোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর মুক্তিযুদ্ধা ডাঃ শাহাবুদ্দিন, বীর মুক্তিযুদ্ধা মতিউর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়ার্দার,বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান ধুনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক,উপজেলা সহকারি কমিশনার ভুমি আশিষ কুমার বসু, ওসি বানি ইসরাইল, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহিদ, শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক প্রমুখ।এছাড়াও পুস্পমাল্য অর্পন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি, উপজেলা জামায়াতে ইসলামী, সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজ, ওজোপাডিকো, এমসবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লিবিদ্যুত, আলমডাঙ্গা থানা,সরকারি স্কুল, পৌর সভা, উপজেলা বিএনপি,পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল,শ্রমিক দল,স্বেচ্ছা সেবক দল সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন।

বেলা ১০ টায় উপজেলা মঞ্চে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার । উপজেলা ভুমি অফিসের মাজেদুর রহমানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, বীর মুক্তিযুদ্ধা শফিউর রহমান জোয়ার্দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ শাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন,উপজেলা সহকারি কমিশনার ভুমি আশিষ কুমার বসু, থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল।আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের, সমাজ সেবা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মাহমুদুলহক, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত,আইসিটি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, ভিডিপি কর্মকর্তা প্রমুখ।

অন্যদিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে সকাল ৮টায় দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ জিয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শেষে র্যালি সহকারে শহীদ মাজারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু,সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু,যুবদলের আহবায়ক মীর উজ্জল, যুগ্ম আহবায়ক রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের, যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এমদাদ হোসেন, শ্রমিক দলের নেতা আইনাল হক, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। পরে দলীয় অফিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু। সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী আলী আসগার সাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রাশেদুল ইসলাম, সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক খন্দকার হাসিবুল ইসলাম,যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল

হক মাষ্টার,মখলেছুর রহমান মিলন,আসিফ আল নুর, নির্বাহী সদস্য খন্দকার রুবায়েত ফেরদৌস বাপ্পি, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহবায়ক নাজিম মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক তন্ময়, কুমারী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন,বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি আব্দুর রশিদ প্রমুখ।অন্যদিকে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে হারদী ইউনিয়ন যুবদল নেতা তৌসিফ খান এবং আল-আমিন হিমেল এর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্জলী, দোয়া মাহফিল এবং পুস্পস্তব অর্পন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হারদী যুবদল নেতা সন্দীপ,শরিফুল, কালাম, জামাল উদ্দিন সহ আরও অনেকে।হাটবোয়ালিয়া বিএনপি ও হাটবোয়ালিয়া স্কুলের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে । অন্যদিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। এই দিবসটি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা, পুরুষ্কার বিতরণী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। দিনটিকে সামনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর মো: মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক ডক্টর মহবুব আলম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরান থেকে তেলোয়াত করেন প্রভাষক জামালউদ্দিন এবং গীতা থেকে পাঠ করেন প্রভাষক পলি রানি সিনহা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কমিটির আহ্বায়ক সহকারী অধ্যাপক মহিতুর রহমান। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করেন সহকারী অধ্যপক মোহা: আব্দুল মোনয়েম, (সাবেক ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ),সহকারী অধ্যপক সহকারী অধ্যপক সাইদুর রহমান।বিকাল ৪ টার সময় উপজেলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত কবিতা পাঠ ও আলমডাঙ্গা কলাকেন্দ্রের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার,সহকারি কমিশনার ভুমি আশিষ কুমার বসু প্রমুখ।